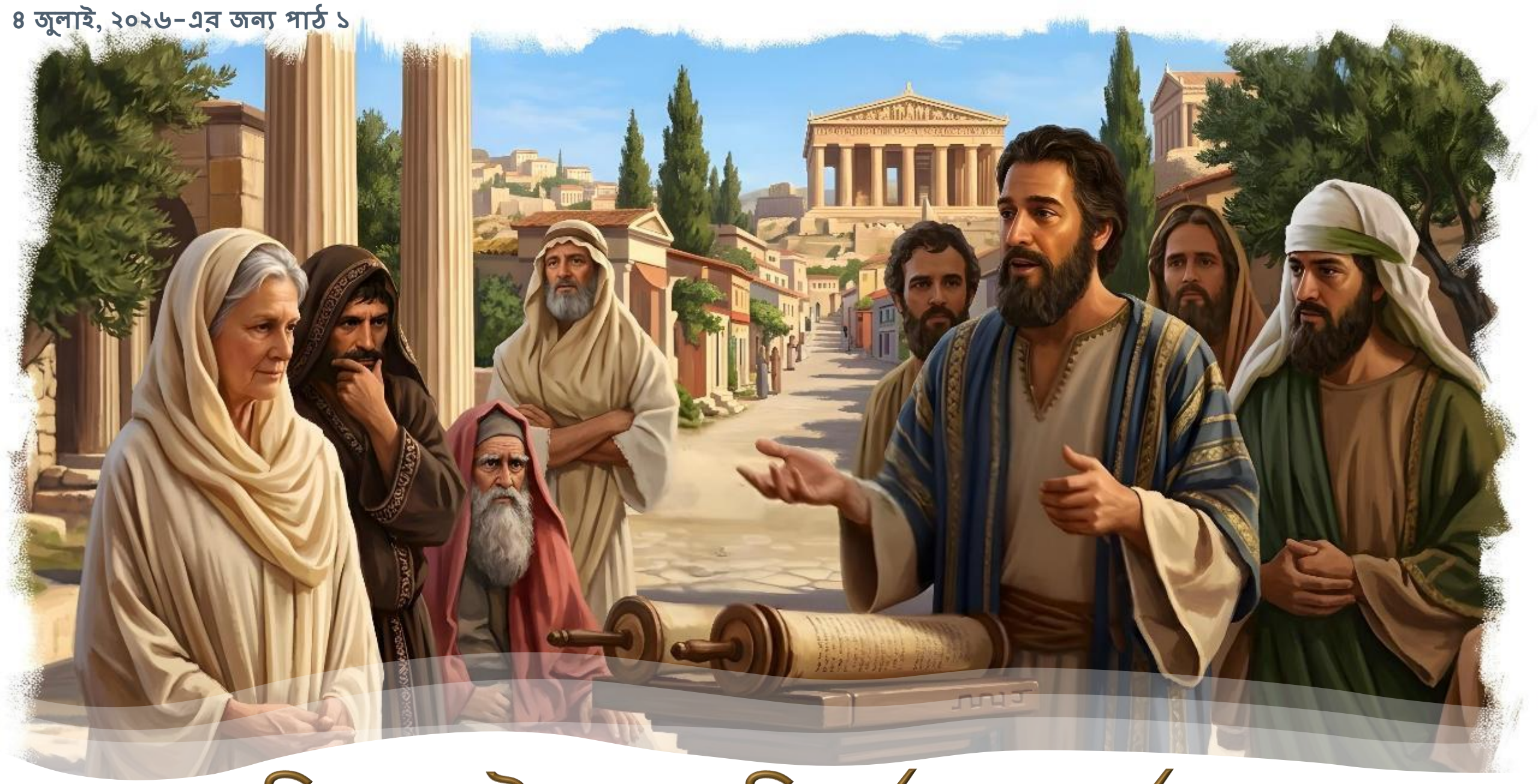

করিন্থে পৌলের পরিচর্যা বা ধর্মপ্রচার

“আর সমাজাধ্যক্ষ ক্রীষ্প সমস্ত পরিবারের সহিত প্রভুতে বিশ্বাস করিলেন; এবং করিন্থীয়দের মধ্যে অনেক লোক শুনিয়া বিশ্বাস করিল, ও বাপ্তাইজিত হইল।আর প্রভু রাত্রিকালে দর্শনযোগে পৌলকে কহিলেন, ভয় করিও না, বরং কথা বল, নীরব থাকিও না;”
(প্রেরিত ১৮:৯, ১০)

রোমীয়দের প্রতি পত্রের পর, করিন্থীয়দের প্রতি পত্রগুলোই পৌলের লেখা দীর্ঘতম পত্র।

টিকে থাকা বা বেঁচে থাকা চিঠি দুটির মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র কয়েক সপ্তাহের (অর্থাৎ, চিঠি দুটি মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে লেখা হয়েছিল)। এগুলোতে আমরা ভাইদের (বা বিশ্বাসী ভাইবোনদের) মধ্যকার পারস্পরিক বিরোধ বা ঘর্ষণ থেকে তৈরি হওয়া কঠিন পরিস্থিতিগুলো সমাধানের জন্য বাস্তবসম্মত উপদেশ খুঁজে পাই।

তাদের বার্তা সঠিকভাবে বোঝার জন্য, আমাদের প্রথমে জানতে হবে কোন প্রেক্ষাপটে সেগুলি লেখা হয়েছিল।

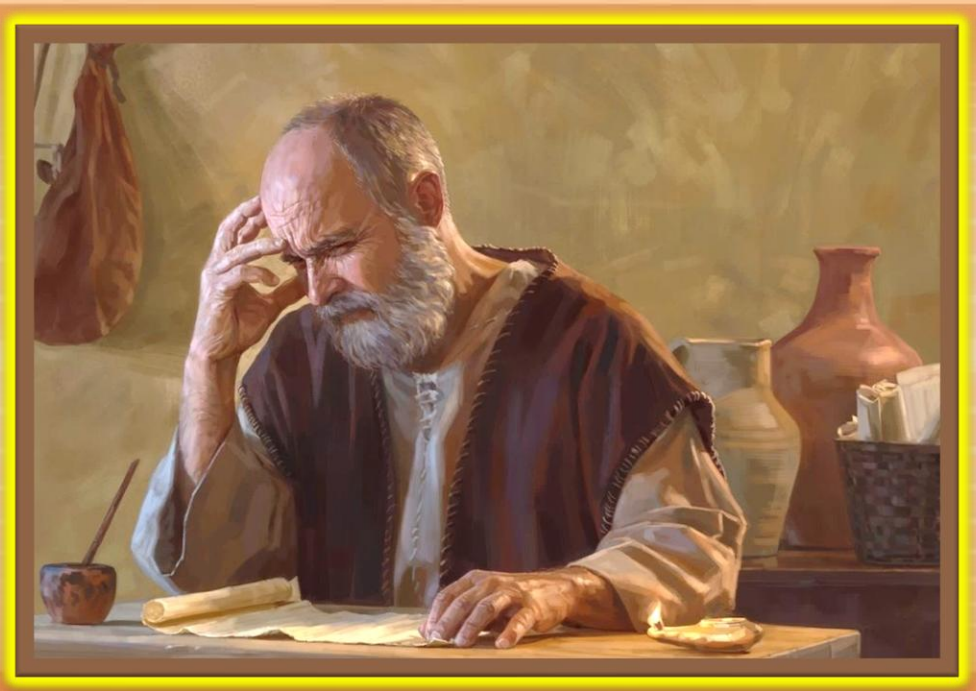

- পৌলের আহ্বান
- করিন্থের যাত্রা
- করিন্থ নগরী
- করিন্থের অধিবাসীগণ
- করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিত পত্রসমূহ

পৌলের আহ্বান

"পৌল প্রেরিত- মনুষ্যদের হইতে নয়, মনুষ্যের দ্বারাও নয়, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা, এবং যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উঠাইয়াছেন, সেই পিতা ঈশ্বরের দ্বারা নিযুক্ত-" (গালাতীয় ১:১)

যীশু কর্তৃক মনোনীত বারো জন শিষ্য ছাড়াও, বাইবেলে অন্যান্য প্রেরিতদের (Apostles) কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন মত্তথিয় (প্রেরিত ১:২৬), বার্ণবা (প্রেরিত ১৪:৪), যাকোব এবং পৌল (১ করিন্থীয়

পৌল কীভাবে প্রেরিত হলেন?	যীশুর মনোনয়নে (গালা. ১:১)
তাঁকে কখন নির্বাচিত করা হয়েছিল?	মাতৃগর্ভ হতেই (গালা. ১:১৫)
তাঁকে কখন আহ্বান করা হয়েছিল?	দামেস্কের পথে (প্রেরিত ২২:৬-৭)
তিনি কার প্রেরিত ছিলেন?	পরজাতিদের মধ্য হতে (গালা. ২:৯)

তাঁর আহ্বানের মুহূর্ত থেকেই পৌলের জীবন যীশুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল। তিনি যীশুকে নিয়ে চিন্তা করতেন, যীশুকে নিয়ে কথা বলতেন এবং সবার সাথে যীশুর কথা (সুসমাচার) ভাগ করে নিতেন।

এই কারণে, করিন্থে পৌঁছানোর প্রথম মুহূর্ত থেকেই যীশু তাদের বার্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন (১ করিন্থীয় ২:২)।

করিন্থের যাত্রা

"তৎপরে পৌল আথীনী হইতে প্রস্থান করিয়া করিন্থে আসিলেন।" (প্রেরিত ১৮:১)

তাঁর দ্বিতীয় ধর্মপ্রচার যাত্রার সময়, পৌল পবিত্র আত্মা দ্বারা ইউরোপে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন (প্রেরিত ১৬:৬-১০)। সেখানে ফিলিপী (প্রেরিত ১৬:১২, ৩৮-৩৯), থিষলনীকী (প্রেরিত ১৭:১, ৫, ৯-১০) এবং বিরিয়া (প্রেরিত ১৭:১৩-১৪) শহর থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল

আথীনীয় (এথেন্সে), সমাজগৃহে যিহূদীদের কাছে এবং বাজারে অ-যিহূদীদের (পরজাতিদের) কাছে প্রচার করার পর, তাঁকে আরেয়পাগাসে প্রচার করার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল (প্রেরিত ১৭:১৬-২১)। একটি বাগ্মীতাপূর্ণ বা চমৎকার বক্তৃতা দেওয়ার পরেও, মাত্র অল্প কয়েকজন যীশুকে গ্রহণ করেছিলেন (প্রেরিত ১৭:৩৪)।

আথীনীয় ত্যাগ করার পর পল করিন্থে আসেন এবং আক্কিলা ও প্রিষ্কিল্লার সাথে যোগ দেন, যাঁদের সাথে তিনি তাঁবু তৈরির কাজ করতেন (প্রেরিত ১৮:১-৩)।

তাঁর প্রথা অনুসারে, তিনি প্রথমে সমাজগৃহে ইহুদিদের কাছে এবং পরে অ-ইহুদিদের কাছে প্রচার শুরু করেন (প্রেরিত ১৮:৪-৮)। করিন্থে থাকাকালীন, এবং আথীনীয়র "হতাশার" পর, পৌল মানুষের জ্ঞান ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু কেবল "ক্রুশে বিদ্ধ যীশু খ্রীষ্টের" প্রচার করবেন (১ করিন্থীয় ২:২)।

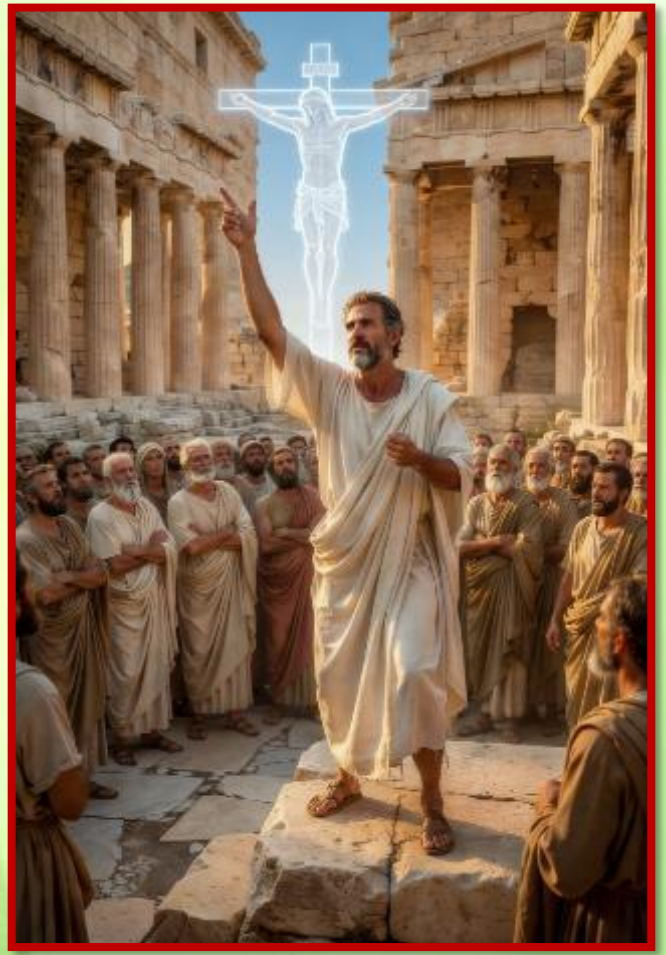

করিন্থ নগরী

"বাস্তবিক অনেক দেবতা ও অনেক প্রভু আছে" (১ করিন্থীয় ৮:৫খ)

খ্রিস্টপূর্ব ১৪৬ অব্দে রোম কর্তৃক করিন্থ শহরটি সম্পূর্ণ ধ্বংস (ধূলিসাৎ) করা হয়েছিল। পরবর্তীতে, খ্রিস্টপূর্ব ৪৬ অব্দে জুলিয়াস সিজার সেখানে অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ সৈনিক (ভেটারেন) এবং স্বাধীন পুরুষদের একটি উপনিবেশ পাঠান। অবশেষে, খ্রিস্টপূর্ব ৪৪ অব্দে শহরটি সম্পূর্ণরূপে পুনরুজ্জীবিত হয়। পৌল যখন সেখানে যান, ততদিনে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

করিন্থের গুরুত্ব লুকিয়ে ছিল এর ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে—এটি করিন্থ যোজকের (Isthmus of Corinth) ওপর অবস্থিত ছিল, যা দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক বন্দর দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল: করিন্থ উপসাগরের তীরে লেকায়ুম (Lechaeum) এবং সারোনিক উপসাগরের তীরে কঙ্ক্রিয়া (Cenchreae)।

সেখানকার ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা পৌলের জন্য তাঁবু তৈরির কাজ করার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল। কিন্তু করিন্থের বিপুল ধন-সম্পদ (যা এথেন্সের সম্পদের সাথে টক্কর দিত) বেশ কিছু অসুবিধাও বয়ে এনেছিল।

মূর্তিপূজা ও যৌন অনৈতিকতা শহরটিকে ছেয়ে ফেলেছিল এবং এর সংস্কৃতিতে গভীরভাবে মিশে গিয়েছিল। করিন্থীয়দের প্রতি পৌলের বার্তার একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল মণ্ডলীর মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে থাকা এই সমস্যাগুলো নির্মূল করার প্রচেষ্টা।

করিন্থের অধিবাসীগণ

"কিন্তু শিমোন নামে এক ব্যক্তি ছিল, সে পূর্বাবধি সেই নগরে যাদুক্রিয়া করিত ও শমরীয় জাতিকে চমৎকৃত করিত, আপনাকে একজন মহাপুরুষ বলিত;" (প্রেরিত ১৮:৯)

করিন্থের যিহূদীরা তাঁর বার্তা প্রত্যাখ্যান করেছিল, যা পৌলকে সমাজগৃহ ত্যাগ করতে এবং সমাজগৃহের সংলগ্ন (পাশেই অবস্থিত) একটি বাড়িতে অ-যিহূদীদের (পরজাতিদের) সাথে মিলিত হতে বাধ্য করেছিল (প্রেরিত ১৮:৪-৭)।

অ-যিহূদীদের (পরজাতিদের) মধ্যে তিনি যে নৈতিক অধঃপতন ও পাপাচার প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এবং যিহূদীদের কাছ থেকে তিনি যে অবজ্ঞা ও অপমান পেয়েছিলেন, তা তাঁর অন্তরে গভীর বেদনার সৃষ্টি করেছিল। সেখানে তিনি যে ধরনের মানুষ বা পরিবেশ পেয়েছিলেন, তা দিয়ে একটি মণ্ডলী (গির্জা) গড়ে তোলার চেষ্টার যৌক্তিকতা নিয়ে তিনি মনে মনে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।" *(ই. জি. হোয়াইট, দ্য অ্যাক্টস অফ দ্য অ্যাপোস্টেলস, পৃষ্ঠা ২৫০)*

ঠিক সেই মুহূর্তে, যীশু রাতে এক দর্শনের (স্বপ্নের) মাধ্যমে পলের কাছে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে করিন্থীয়দের মধ্যে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছিলেন; এবং তিনি পলকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, সেখানে এমন অনেকেই আছেন যারা এই বার্তা গ্রহণ করবে (প্রেরিত ১৮:৯-১০)।"

এই দর্শনে শক্তি পেয়ে পৌল দেড় বছর করিন্থে ছিলেন (প্রেরিত ১৮:১১)। অবশেষে, ইহুদিরা পৌলকে আদালতে হাজির করল (প্রেরিত ১৮:১২-১৩)। তিনি করিন্থ ত্যাগ করার আগেই সেখানে একটি বড় মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল (প্রেরিত ১৮:১৮)।

করিন্থীয়দের প্রতি পত্রসমূহ

"কেননা, হে আমার ভ্রাতৃগণ, আমি ক্লোয়ীর পরিজনের দ্বারা তোমাদের বিষয়ে সংবাদ পাইয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে বিবাদ আছে।" (১ করিন্থীয় ১:১১)

১ করিন্থীয় ১-৬

ক্লোয়ীর (Chloe) কাছ থেকে মণ্ডলীর বেশ কিছু সমস্যার কথা জানতে পেরে, পল তাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে সতর্ক ও সংশোধন (তিরস্কার) করেন: দলাদলি বা উপদল; যৌন অনৈতিকতা (ব্যভিচার); কলহ বা বিবাদ; এবং বেশ্যাবৃত্তি।

১ করিন্থীয় ৭-১৬

ক্লোয়ের পরিবারও তাকে গির্জার কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে একটি চিঠি এনেছিল যার বিষয়ে পল উত্তর দিয়েছেন: বিবাহ; বিবাহবিচ্ছেদ ব্রহ্মচর্য মূর্তির কাছে উৎসর্গ করা খাবার; উপাসনায় আচরণ; আধ্যাত্মিক উপহার ব্যবহার; এবং পুনরুত্থান।

২ করিন্থীয়

এটি দ্বিতীয় পত্র যা সংরক্ষিত হয়েছে, যদিও পল আরও বেশ কিছু লিখেছিলেন (সম্ভবত দুটির আগে এবং/অথবা তাদের মধ্যে ব্যবধানে)। তিনি করিন্থিয়ানদের যেভাবে কিছু সমস্যার সমাধান করেছিলেন তার জন্য প্রশংসা করেন, কিন্তু তাদের আশেপাশের সংস্কৃতির প্রভাব এড়িয়ে সুসমাচারের লেন্সের মাধ্যমে বিশ্বকে দেখার আহ্বান জানান।

"মহান শহরগুলিতে ঈশ্বরের বার্তাবাহকদের পাপাচার, অন্যায়, দৈন্যতা সম্পর্কে নিরুৎসাহিত হতে হবে না, যা তাদের পরিত্রাণের সুসংবাদ ঘোষণা করার চেষ্টা করার সময় তাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য বলা হয়। প্রভু এই ধরনের প্রতিটি কর্মীকে একই বার্তা দিয়ে উত্সাহিত করবেন যা তিনি তাদের দিয়েছিলেন।

দুষ্ট করিন্থে প্রেরিত পল: "ভয় পেও না, কথা বল, চুপ করে থাকো না, কারণ আমি তোমার সাথে আছি, আর কেউ তোমাকে আঘাত করতে বসবে না, কারণ এই শহরে আমার অনেক লোক আছে।" অ্যাক্টস 18:9,10... [...] প্রতিটি শহরে, যদিও তা সহিংসতা এবং অপরাধে পরিপূর্ণ হতে পারে, এমন অনেক আছে যারা সঠিক শিক্ষা দিয়ে যীশুর অনুসারী হতে শিখতে পারে। এইভাবে হাজার হাজারের কাছে সত্য উদ্ধার করা যেতে পারে এবং খ্রীষ্টকে ব্যক্তিগত পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করতে পরিচালিত হতে পারে”

EGW (Prophets and Kings, p. 277)